ঈমান
ঈমান কী, কীভাবে তা কমে ও বাড়ে , এবং কীভাবে তা বাড়ানো ও রক্ষা করা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ভাষায়।

ঈমান কী

□□□□ □□

□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□ □ -□□ □□□□□□□)
□□□□□ □ -□□ (□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□) □□□□ □□□ □□□□□ , □□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ , □□□
□□□□□□□ □□□□ , □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□
□□□ □□□□ □□□□□ □ -□□ □□□ □□□□□ ,
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ : □□□□□ □□ ? □□□□ □□ ? □□□□□ □□ ?
□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□) □□□□□□□ ,
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ , □□□□□□□

□□□□□□□□ , □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ , “□□□□□ □□ ?”, □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ , □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ -□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ , □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□

□□□□□□□ □□□□□□□□ “□□□□□□□□ ” □□□ □□□ , □□□□□□□ □□□ □□□□□ “□□□□□□ , □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ ” □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ : □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ , □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

রাখেন , এবং তিনি আমাদের যে পথ
দেখিয়েছেন সেই পথে চলতে আপনি
প্রস্তুত।

কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া
একজন মানুষের কথা ভাবুন। ডাক্তার যে আছেন, শুধু এটুকু মানাই যথেষ্ট নয়। তাঁর রোগনির্ণয়ের ওপর আপনি এতটা
ভরসা করেন যে ওষুধ খেয়ে নেন, ওষুধ
কীভাবে কাজ করে তা না জানলেও। ঈমানও তেমন। এটি শুধু মাথার জানা কথা নয়; এটি এমন ভরসা, যা জীবন কাটানোর ধরনটাই বদলে দেয়।

“ঈমান ” শব্দটি আরবি এমন একটি মূল থেকে এসেছে , যার অর্থ নিরাপত্তা ও ভরসা। এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে “আমানত ” শব্দেরও , অর্থাৎ যা আপনার হাতে সঁপে দেওয়া
হয়েছে। কথাটা খুব মানানসই , কারণ
ঈমানই সেই জায়গা , যেখানে অন্তর

মন্দ দিক। ১ তালিকাটি ছোট, কিন্তু প্রতিটি বিষয় জীবনের এক -একটি বড় প্রশ্নের উত্তর দেয়।

প্রথম বিষয় আল্লাহ : অর্থাৎ একজনই স্রষ্টা , যিনি আমাদের উদ্দেশ্য
নিয়ে সৃষ্টি করেছেন , আমাদের
পুরোপুরি জানেন এবং আমাদের প্রতি যত্নবান। বাকি সবকিছু এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণেই আমরা সাহায্যের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে ফিরি, আর এ কারণেই অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ভয় পাওয়ার দরকার আমাদের
নেই।

তারপর ফেরেশতারা , যাঁরা আল্লাহর
অদৃশ্য সেবক। তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করেন, যার মধ্যে নবীদের কাছে তাঁর ওহি (বাণী) পৌঁছে দেওয়াও আছে। তাঁদের
প্রতি ঈমান আমাদের মনে করিয়ে দেয়
যে অদেখা জগৎ সত্যি , আর যে বার্তা

আমরা অনুসরণ করি, তা আমাদের কাছে এসেছে এক নির্ভরযোগ্য পথ ধরে।
আমাদের গল্পের সেই আগন্তুকও ছিলেন তাঁদেরই একজন।

তারপর তাঁর কিতাবসমূহ। আল্লাহ
আমাদের আন্দাজে জীবন কাটানোর জন্য ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর রাসুলদের
মাধ্যমে পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন , আর সেই কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ
কিতাব কুরআন আজও আমাদের কাছে আছে। এ যেন আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে একটি চিঠি, যা আমাদের সেই কথাগুলোই
জানায় , যা জানা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।

তারপর তাঁর রাসুলগণ। পথনির্দেশের
সঙ্গে এসেছে জীবন্ত দৃষ্টান্তও : সত্যনিষ্ঠ মানুষ , যাঁরা কষ্ট
দেখেছেন , সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন , প্রিয়জন হারানোর বেদনা

এলে আমরা নিজেদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে এটিও আল্লাহর হিকমতের
মধ্যেই , আর “ইশ, যদি অমনটা হতো ” এই আক্ষেপের নিচে চাপা পড়ে যাই না। আর কোনো কাজ ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে আমরা বিনয়ী থাকি, কারণ জানি এটি ছিল একটি উপহার।

কুরআনও একই সত্যগুলো বর্ণনা করেছে।
এক আয়াতে (কুরআনের একটি বাণীতে) বলা হয়েছে , রাসুল এবং সব মুমিন (
বিশ্বাসী) আল্লাহ , তাঁর ফেরেশতা ,
তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসুলদের ওপর ঈমান রাখেন। আরেক আয়াত বলে, প্রকৃত নেকির শুরু আল্লাহ , আখিরাতের দিন, ফেরেশতা , কিতাব ও নবীদের ওপর ঈমান আনা দিয়ে , আর তারপর তা প্রকাশ পায় মানুষের
সঙ্গে আমাদের আচরণে। ২ তাকদীরের কথা পাওয়া যায় সেখানে , যেখানে আল্লাহ বলেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (
□□□□□□ □ -□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□)
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□ , □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ , □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ , □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□ , □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ , □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ , □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ , □□□□□□□□

পরিচয় দিতে গিয়ে কুরআন একেবারে শুরুতেই বলেছে , তাঁরা অদেখা বিষয়ে ঈমান রাখেন। ৫

এটি অন্ধ বিশ্বাস নয়। আমরা বাতাসকে কখনো দেখি না, দেখি শুধু সে যা কিছুকে নাড়ায় ; মাধ্যাকর্ষণকেও দেখি না, দেখি শুধু তার প্রভাব। আল্লাহ
দুনিয়াকে নিদর্শনে ভরে রেখেছেন : সৃষ্টির শৃঙ্খলা , আমাদের নিজেদের
বিবেকের ডাক, আর তাঁর পাঠানো ওহি।
ঈমান মানে এই নিদর্শনগুলোকে আমাদের অন্তরকে ভরসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে দেওয়া। প্রতিদিনের জীবনেও আমরা
অদেখা জিনিসের ওপর অবিরাম ভরসা করি, যেমন পাইলট , মানচিত্র বা ডাক্তারের রিপোর্টের ওপর, নিজে যাচাই না করেই।

□□□□ , □□□□□ □

□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□ , □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ :

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□) □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□

□ □□□□□ □□□□□□ , □□□□□□ □□□□□ , □□□□□□ (

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□) □□□□□□ □□□□ , □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ , □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ , □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ , □□ □□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □

□□□□□ □□□□

□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ , □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ , □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ , □□□□□ □□□□□□□□ □□ -□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ , □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ , □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ , □□ -□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ : □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ , □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ , □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ , □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ , □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ : □□□□

□□□□ □□□ , □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□ , □□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ ,

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ , □□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ , □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□□□□ , □□ □□□□□□□□ , □□□□

□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□ : □□□□□□ , □□□□□□□ , □□□□□ ,

রাসুল , আখিরাত ও তাকদীর। সবই অদেখা , কিন্তু এগুলোর ওপর ভরসা করার মতো
ভালো কারণ আমাদের আছে। ইসলাম হলো বাইরের আমল, ইহসান হলো এই জানা যে আল্লাহ আমাদের দেখছেন , আর ঈমান হলো
সেই শিকড় , যা সবকিছু ধরে রাখে।

পরের পাতায় : ঈমান কেন
গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র :

১ সহিহ মুসলিম ৮ (সঙ্গে
জামে আত -তিরমিজি ২৬১০), ২ কুরআন ২:১৭৭, ২:২৮৫ ও ৪:১৩৬,

৩ কুরআন ৫৪:৪৯,

৪ সহিহ
বুখারি ৫০,

৫ কুরআন ২:৩,

৬ সহিহ বুখারি ৮
ও সহিহ মুসলিম ১৬,

৭ সহিহ মুসলিম ২৫৬৪,
৮ কুরআন ৪৯:১৫,

৯ সহিহ মুসলিম ২৬ ।